<u>বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য লাইব্রেরি অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত</u>

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য সেন্ট্রাল লাইব্রেরি কর্তৃক গত ০৯-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ চারদিন ব্যাপী লাইব্রেরি অরিয়েন্টেশন-এর আয়োজন করা হয়। অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম উদ্বোধন করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন আহমেদ। অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম উদ্বোধনকালে ভাইস-চ্যান্সেলর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লাইব্রেরির রিসোর্স অধিক হারে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়ে লাইব্রেরির সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি করার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রত্যেক বিভাগের জন্যে লাইব্রেরি অরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করার জন্য লাইব্রেরিয়ান (ইন্‌চার্জ) জিলুন্নাহার চৌধুরীসহ গ্রন্থাগারের সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ টি বিভাগ ও ২ টি ইনস্টিটিউটে নতুন ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থীর জন্য আয়োজিত এ অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির বই ও অন্যান্য পাঠসামগ্রীর অবস্থান, অনলাইন ক্যাটালগ সার্চ পদ্ধতি, বই লেন-দেন পদ্ধতি, ই-বুক ও ই-জার্নাল এক্সেস করার কৌশলসহ লাইব্রেরির বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। এছাড়া নতুন শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল-কলেজের লাইব্রেরির সাথে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির পার্থক্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়। একই সাথে লাইব্রেরিতে দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাদের সাথেও নতুন শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

লাইব্রেরিয়ান জনাব জিলুন্নাহার চৌধুরী-র পরিচালনায় অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের সকল সেশন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বনির্ধারিত রুটিন অনুসারে প্রতিটি বিভাগের একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে ঐ বিভাগে ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থী লাইব্রেরিতে এসে অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। প্রোগ্রাম শেষে শিক্ষার্থীদেরকে লাইব্রেরির স্ট্যাকরুমসহ লাইব্রেরির বিভিন্ন শাখায় নিয়ে লাইব্রেরি ব্যবহার সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি নিয়মিতভাবে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য লাইব্রেরি অরিয়েন্টেশনের আয়োজন করে থাকে। এর ফলে, নতুন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ‘লাইব্রেরি ভীতি’-র পরিবর্তে ‘লাইব্রেরি প্রীতি’ সৃষ্টি হয় এবং তারা লাইব্রেরি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়।